# খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

## সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কতৃক ৭ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

**সত্যিকার পুণ্য কখনো করতে পারবে না যতক্ষণ নিজের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু খরচ না করবে। কেননা সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এবং সৃষ্টির সাথে সদ্ব্যবহারের একটা বড় অংশ আর্থিক কুরবানীকে চায়। মানুষ এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এমন একটি বিষয় যা ঈমানের দ্বিতীয় অংশ বা দ্বিতীয় অঙ্গ, এটিকে বাদ দিয়ে ঈমান সম্পন্ন হতে পারে না দৃঢ়তা লাভ করতে পারে না।**

**তাশাহ্হুদ, তাউয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন,**

তোমরা আদৌ পূণ্য করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত প্রিয় বস্তু হতে খরচ না করবে আর তোমরা যা কিছুই খরচ বা ব্যয় কর আল্লাহ্ তা'লা তা সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এ পৃথিবীতে মানুষ সম্পদকে খুব বেশি ভালোবাসে। এ কারণেই স্বপ্নের তাবিরের বইতে লেখা আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি দেখে যে, সে তার নিজের যকৃৎ বা লিভার বক্ষ থেকে বের করে কারো হাতে তুলে দিয়েছে, তাহলে এর অর্থ হবে আর্থিক কুরবানী। এ কারণেই তাকওয়া এবং ঈমান লাভের প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে, লান তানালুল বির্‌রা হাত্তা তুনফিক্কু মিম্মা তুহিব্বুন। অর্থাৎ সত্যিকার পুণ্য কখনো করতে পারবে না যতক্ষণ নিজের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু খরচ না করবে। কেননা সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এবং সৃষ্টির সাথে সদ্ব্যবহারের একটা বড় অংশ আর্থিক কুরবানীকে চায়। মানুষ এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এমন একটি বিষয় যা ঈমানের দ্বিতীয় অংশ বা দ্বিতীয় অঙ্গ, এটিকে বাদ দিয়ে ঈমান সম্পন্ন হতে পারে না দৃঢ়তা লাভ করতে পারে না। যতক্ষণ মানুষ ত্যাগ স্বীকার না করবে ততক্ষণ অন্যের কীভাবে হিত সাধন করতে পারে? অন্যের হিত সাধন এবং অন্যের প্রতি সহমর্মিতার জন্য ত্যাগ এবং কুরবানী আবশ্যক। আর এ লান তানালুল বির্‌রা হাত্তা তুনফিক্কুনা মিম্মা তুহিব্বুন-এ সেই ত্যাগের বা ত্যাগ স্বীকারের শিক্ষা এবং নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব সম্পদ খোদা তা'লা পথে ব্যয় করা মানুষের পরম সৌভাগ্য এবং তাকওয়ার মাপকাঠি। হযরত আবু বকর (রা.)-এর জীব্দশায় খোদা তা'লার খাতিরে আত্ম নিবেদন এবং কুরবানীর মাপকাঠি কেমন ছিল দেখুন। মহানবী (সা.)-এর একটি চাহিদা পূরণের কথা বললে তিনি ঘরে পুরো সম্পদ নিয়ে এসে হাযির করেন। আমাদের উপর খোদার বড় অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে মানার সামর্থ্য এবং সুযোগ দিয়েছেন তৌফিক দিয়েছেন। যিনি যেখানে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ এবং তাঁর শিক্ষা আমাদের বিশ্বাস ও কর্মের সংশোধন করেছেন সেখানে আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং আত্ম শুদ্ধির রীতিও কুরাআনী শিক্ষা অনুসারে শিখিয়েছেন। আল্লাহ্‌র অধিকারের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন একই সাথে মানবাধিকারের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রাণ, সম্পদ, সময় এবং সন্তানকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য উৎসর্গ করার চেতনা এবং প্রেরণাও সঞ্চার করেছেন আমাদের মাঝে। জামাতের প্রতিটি সভ্যের কাছে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন যে, তারা যেন সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র শিক্ষা সম্মত জীবনযাপন করে। কেবল তবেই তারা সত্যিকার আহমদী আখ্যায়িত হতে পারে, তাই আমাদের চেষ্টা করা উচিত, আমাদের জীবন তাঁর ইচ্ছা এবং তাঁর প্রত্যাশা অনুসারে যাপন করার। এই যে উদ্ধৃতি আমি পড়েছি তা প্রথম দিকে আমি যে আয়ত তিলাওয়াত করেছি তারই ব্যাখ্যায়। এতে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে যে দায়িত্ব রয়েছে যা একজন মুমিনের দায়িত্ব সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অর্থাৎ সে সকল দায়িত্বাবলীর একটি প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। অর্থাৎ আর্থিক কুরবানীর প্রতি। এটি ব্যাপক একটি বিষয় কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেভাবে বলেছেন, আর্থিক কুরবানীর প্রেক্ষাপটে কথা হবে। অর্থাৎ আর্থিক কুরবানী আল্লাহ্ এবং তাঁর বান্দাদের অধিকার প্রদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এ আয়াতে যে আর্থিক কুরবানীর দিকটি রয়েছে সে প্রেক্ষাপটে আমি কিছু বলব আপনাদের সামনে। মানবাধিকার প্রদানের জন্য এবং ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব পালনের জন্য আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করা আবশ্যক। হযরত মসীহ্ মাওউদের উদ্ধৃতির এই হল সার বা নির্যাস। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে এ কাজ চরম মার্গে পৌঁছার কথা। আমরা আহমদীরা আজ সেই সকল

সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত যারা এ কাজের সম্পূর্ণতায় বা পরিপূর্ণতায় ভূমিকা রাখবে খোদার সন্তুষ্টি উদ্দেশ্যে। আজকে পৃথিবীর মানুষ সম্পদের মোহে এমন কোন কাজ নেই যা তারা করছে না। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদের শিক্ষা ও তরবীয়্যতের ফলশ্রুতিতে আহমদীদের একটি বিরাট শ্রেণী বা সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মুহাম্মদ (সা.)-এর আনীত ধর্ম প্রচারের জন্য নিজের প্রিয় সম্পদ হতে খরচ করে বা ব্যয় করে। কোন সময় কোন কারণে যদি আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের সামর্থ্য কমে যায় তাদের তারা ব্যাকুল হয়ে যায় অনেকে এমন আছে যারা কাঁদে এবং অশ্রু বিসর্জন দেয়। অতএব হৃদয়ের এই যে অবস্থা এই যে ব্যাকুলতা, এই যে প্রেরণা, প্রান কুরবানির এই যে চেতনা, এটি থেকে বোঝা যায় যে, এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা রসুলে করিম সা. এর ধর্ম প্রচার এবং প্রসারের জন্য হযরত মসীহে মাওউদ কে পাঠিয়েছেন। আর এখন ইসলামের উন্নতি হযরত মসীহে মাওউদ আ.-এর মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'লা নির্ধারণ করেছেন বা অবধারিত করেছেন। তাই আল্লাহ্ তা'লাই আর্থিক জেহাদে জন্য, আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন এবং এ ধরনের অন্যান্য কুরবানীও রয়েছে। এখন আমি গুটিকতক ঘটনা তুলে ধরব। যা থেকে প্রতিভাত হয় যে, কী ভাবে আল্লাহ তা'লা এ যুগে মানুষের হৃদয়ে আর্থিক কুরবানীর প্রেরণা সঞ্চার করছেন। আর এসব কোন বিশেষ শ্রেনী বা কোন বিশেষ জাতি গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় বরং পৃথিবীর সকল অঞ্চলে প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে মসীহে মাওউদ আ. এর সাথে  সম্পৃক্ত হবার দাবী করে আল্লাহ্ তা'লা তার হৃদয়ে এই আর্থিক কুরবানীর এই প্রেরণা সঞ্চার করেন।

বেনিনের আমীর সাহেব লিখেন, পুরতোনুবোর এক আহমদী মোহাম্মদ শুদ্দি সাহেব হলো তার নাম তিনি এক হাজার পাউন্ডের বেশি আর্থিক কুরবানী করেছেন। আফ্রিকায় এতো বড় আর্থিক কুরবানী অনেক বড় একটি বিষয়। মোবাল্লেগ যখন তাকে বলেন, যে আপনি এতো চাঁদা দিচ্ছেন এই খাতে, ওয়াকফে জাদীদের চাঁদাও তো দিতে হবে। তিনি বলেন, অবশ্যই হবে, কিন্তু আমি এরচেয়ে কম করব না। আল্লাহ্ তা'লা অন্য চাঁদার জন্য নিজেই ব্যবস্থা করবেন। এই আন্তরিকতা এবং প্রেরণা তাদের মাঝে সৃষ্টি হচ্ছে। এরপর বেনিনের সাবে অঞ্চলে মোবাল্লেগ সাহেব লিখেন, একটি নতুন বয়াতকারী জামাত দিলে তরবিয়তী প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা হয়। তাহরীকে জাদীদের পটভূমি উল্লেখ করা হয়। আর্থীক কুরবানীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। এরপর সেখানকার বন্ধুরা নিজ নিজ চাঁদা পেশ করেন। এক বন্ধু জিজ্ঞেস এক বন্ধু বলেন যে, আমার কাছে টাকা নেই। কিন্তু চাঁদা দিতে চাই। স্থানীয় মোবাল্লেগ সাহেব তাকে পথের দিশা দেন। আপনার কাছে যা আছে সাধ্য অনুযায়ী দিয়ে দেন। সেই বন্ধু খুবই দরিদ্র একজন আহমদী। ঘরে যান। ঘরে গিয়ে মুরগীর দুটি ডিম নিয়ে আসেন। জামাতকে তখন বলা হয় তার সাধ্য অনুযায়ী এটি অনেক বড় কুরবানী। খোদার পবিত্র দৃষ্টিতে কোন কোরবানী তুচ্ছ নয়। মালি সংক্রান্ত একটি রির্পোট এখন হুযূর উপস্থাপন করছেন, একজন পুরোনো আহমদী আবু বকর গেয়ারা সাহেব কোন কারণে চাঁদা দেয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। ধীরে ধীরে জামাতী অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করা বন্ধ করে দিয়েছেন। তাকে বুঝানোও হয়েছে। কিন্তু কোন লাভ হয় নি। বেশ কিছুদিন পর একবার মিশন হাউসে আসেন এবং চাঁদা দেন। তিনি বলেন, আজ রাতে তিনি স্বপ্ন দেখেছেন যে তিনি গভীর পানিতে ডুবে যাচ্ছেন কেউ তার সাহায্যের জন্য আসছে না। তখন তিনি একটি নৌকা দেখেন যেখানে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ছিলেন। হুযূর তার হাত ধরেন এবং তাকে সাথে করে নৌকায় বসান। তাকে বলেন, ভবিষ্যতে কখনো চাদা দেয়ার ক্ষেত্রে আলস্য দেখাবে না। এরপর তিনি জামাতকে প্রতিশ্রুতি দেন, কখনো চাঁদা দেয়ার ব্যাপারে অলসতা দেখাবেন না। জামাতী কাজে কোন দূর্বলতার শিকার হবেন না। এখানে এটি চাদার গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত। যা মসীহ্ মাওউদের সত্যতারও একটি প্রমাণ। দেখুন সুদূরের একটি গহীন দেশ সেখানেও একজন নতুন আহমদী হয়ে আবার পিছিয়ে যান তারপর স্বপ্নের মাধ্যমে তাকে সঠিক পথ দেখানো হয়।

তানজানিয়ার দারুস সালামের একজন আহমদী বন্ধু নাম হলো ইসা সাহেব তিনি বর্ণনা করেন, ১৯৯০ এর দশকে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। এরপূর্বে তার সর্ম্পক ছিল খৃষ্টধর্মের সাথে। কিন্তু আহমদীয়াত গ্রহণের ফলে তার ঈমানে অনেক উন্নতি হয়। আল্লাহ তালার ফযলে তিনি মুসী, ওসীয়তকারী এবং আর্থিক কুরবানীতে অগ্রগামী। সব সময় নিজের চাদা এবং পরিবারের চাঁদা ওয়াদার চেয়ে বেশি পরিশোধ করে। জামাতের কাজে পুরোনো আহমদীর চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে আছেন। তানজানিয়ার দারুস সালামের তিনি রিজিওনাল প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, যখন থেকে আল্লাহ তালার পথে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করা আরম্ভ করেছি তাঁর অনেক কৃপাবারি আমার উপর বর্ষিত হতে দেখেছি।

অনুরূপভাবে এলাডা অঞ্চলের মোবাল্লেগ সাহেব বলেন, একবার সাউল জামাতে সফরে যান তিনি। বাচ্চাদের হৃদয়ে দেখুন খোদা তা'লা কিভাবে প্রেরণা সঞ্চার করেন। সাত বছর বয়স্কা মেয়ে রশিদা বা রাশেদা বে  টমাটো মরেচ  কমলা চাদা হিসেবে নিয়ে আসেন। এবং বলেন এগুলো তাহরিক জাদীদের চাঁদার জন্য নিয়ে এসেছি। সেখানকার প্রেসিডেন্ট সাহেব

বলেন, সে প্রত্যেক মাসে চাদা দেয়। মা চাদা না দিলে সে কাঁদে। নাইজেরিয়ার উকিনে জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, অধম কিছুকাল আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত ছিলাম। চিন্তাগ্রস্থ ছিলাম। একদিন ভাবলাম আমি তিন মাস ধরে চাদা দেই নি, হয়ত একারণেই এই আর্থিক দুরদশার শিকার। এরপর অর্থাৎ তিন মাস পর আমি চার হাজার মেড়া আমি চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেই। আল্লাহ তালা যা করেছেন তা হলো একই মাসে আল্লাহ তালা একটি ভূমি খন্ড বিক্রি করে আল্লাহ তালার বিশেষ কৃপায় এতে আমার আট লক্ষ মেড়া লাভ হয়। এরফলে যেখানে আমার ঈমান দৃঢ়তা লাভ করে সেখানে একথাও বুঝতে পেরেছি যে আল্লাহ তালা সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন যদি তার পথে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার কর তাহলে তিনি বহু গুণ বর্ধিত করে তোমাকে ফেরত দিবেন। এখন ইনি কবি প্রদেশের রাজধানী লোকজাতে জামাতকে মসজিদ এবং মিশন হাউজের জন্য অনেক বড় প্লট শহুরে এলাকায় ক্রয় করে দিয়েছেন। তানজানিয়ার এক আহমদী মরোন্ড সাহেব লিখেন যে আমি মেট্রিক পাশ দীর্ঘ দিন বেকার ছিলাম। এক গ্যাস কম্পানিতে সিকিউরিটি বা নিরাপত্তা প্রহরী নিযুক্ত হই। ছাপ্পান্ন হাজার সিলিং আমার বেতন নির্ধারিত হয়। তখন খোদাকে ওয়াদা দেই যে আমি হার অনুসারে আমার চাদা দিব যত সমস্যার সম্মুখিন হই না কেন। আমি চাদার আলস্য দেখাবনা। সেই খাদেম অঙ্গিকার রক্ষা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তালার ফযলে আর্থিক কুরবানীর কল্যাণে এই গ্যাস কম্পানিতে আমি সিনিয়ার ফিল্ড গ্যাস অপারেটরের পদে অধিষ্ঠিত। দেড় মিলিয়ন সিলিং বেতন পাচ্ছি। আমার জ্ঞানগত যোগ্যতা আমি মেট্রিক। কম্পানির আইন অনুসারে এই পদের যোগ্যতাই আমি রাখিনা কিন্তু শুধু আল্লাহর কৃপায় হার অনুসারে আর্থিক কুরবানীরই কল্যাণ যে আমি এই পদে আজকে অধিষ্ঠিত। আজও হার হিসেবে চাদা দিয়ে থাকি। অতএব যারা নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতায় ক্রম উত্তরোত্তর উন্নতি করছে ওয়া আনফেকু খায়রাললে আনফুসেকুম অর্থাৎ সম্পদ তার পথে ব্যয় কর এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর। এই বিষয় এরা বুঝেন এই রহস্যকে তারা বুঝেন। আর খোদা তালা স্বিয় দানে তাদেরকে ভূষিতও করেন। সাহাবুদ্দিন সাহেব ইন্ডিয়ার ইন্সপেক্টর তাহরিকে জাদীদ তিনি, লিখছেন, জটচার্লার প্রথম সারির এক মুজাহেদের কথা তিনি লিখছেন, তার ব্যবসা লোকসান হয়। রিয়েল স্টেটের ব্যবসা ছিল। বেশ কয়েক মাস দুশ্চিন্তায় কেটেছে। ফোন করে চাদার প্রেক্ষাপটে দোয়ার অনুরোধও করেছেন। হুযুর বলছেন, আমাকেও তিনি লিখেছেন। একদিন সাহাবুদ্দিন সাহেব ইন্সপেক্টর সাহেব বলছেন যে একরাতে তার ফোন আসে যে আমি এখনই আপনার সাথে দেখা করতে চাই,আমি তাকে পরামর্শ দিলাম যে আপনি আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন, দুই রাকাত নফল পড়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। তিনি বলেন কিছুক্ষন পর আবার ফোন আসে বলেন যে আপনি কিছুটা দেরী করুন, এখন ঘুমাবেন না আমি আপনার সাথে দেখা করতে আসছি। তিনি যখন আসেন তার হাতে অনেক বড় অংক ছিল রুপিয়া ছিল। তিনি বলেন যে আমি যখন দোয়া করছিলাম এক বড় ব্যক্তির বড় ব্যবসায়ির ফোন আসে যার কাছে আমার অনেক বড় অংক পাওনা ছিল, যা পাওয়ার কোন আশা ছিল না। সে আমাকে ফোন করে বলে যে এখনই এসে তোমার টাকা নিয়ে যাও। তিনি বলেন যেহেতু চাদা দেয়ার ইচ্ছা ছিল তাই আল্লাহ তালা তাৎক্ষনিক ভাবে ব্যবস্থা করেছেন আমার জন্য।

একই ভাবে কাদিয়ানের নায়েব উকিলুল মাল বশিরুদ্দীন সাহেব লিখেন, জামাতের এক নিষ্ঠাবান বন্ধু ওয়াদা লিখেছেন আড়াই গুণ বর্ধিত করে। এরপর কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিছুক্ষন পর তিনি সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদকে ফোন করেন যে ওয়াদা লিখিয়ে মসজিদ থেকে বের হতেই আমার ব্যবসার বর্ধিত লাভের সংবাদ পাই। আমি মনে করি যে অতিরিক্ত লাভ আল্লাহ তালার বিশেষ কৃপা এবং তাহরীকে জাদীদের বরকতে হয়েছে। তাই আমি আমার ওয়াদা দ্বিগুণ করছি। পূর্বেই তিনি আড়াই গুণ বর্ধিত করে ওয়াদা করেছিলেন এখন সেটিকে আরো দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং পুরো আদায় করেছেন। অনুরূপ ভাবে ভারতের কেরালা থেকে মুরুব্বী সাহেব লিখছেন, এক জামাতের ত্যাগী মনমানষিকতার অধিকারী এক বন্ধু গত বছর তাহরীকে জাদীদের চাদা দুইগুণ বর্ধিত করে আদায় করেছেন। আল্লাহ তালার ফযলে এবছরও ওয়াদার চেয়ে  অনেক বেশি দিয়েছেন। তিনি বলেন সাত বছর পূর্বে ত্রিশ হাজার রুপিয়া মূলধন নিয়ে তিনজন শ্রমিক নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু এখন আল্লাহ তালার কৃপায় তিনি বলেন যে আমার ভারত, দুবাই এবং ইন্দোনেশিয়ায় রাবার, কাঠ এবং ফার্নিচারের আটটি কারখানা রয়েছে যেখানে পাঁচ শতাধিক শ্রমিক কাজ করে। এই যে উন্নতি দেখছেন তা হার অনুপাতে চাদা দেয়ার কল্যাণে। তিনি বলেন, যখনই আমি চাদা দেই আল্লাহ তালা আমাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার চেয়ে অনেক বেশী ফেরত দেন। আর আর্থিক অস্বচ্ছলতার তো প্রশ্নই নেই। লাহরের আমীর সাহেব লিখেন আমাদের মহিলারা কেমন আর্থিক কোরবানি করে থাকেন তার দৃষ্টান্ত , একভদ্র মহিলা তার কানের রিং দিয়ে দেন চাঁদা হিসেবে। আল্লাহ করুন তাদের সম্পদ যেন বৃদ্ধি পায় এবং তার কোরবানী তিনি গ্রহন করুন। জার্মানি জামাতের ন্যাশনাল

সেক্রেটারি তাহরীকে জাদীদ  লিখেছেন তিনি একজন ঋনগ্রস্ত বন্ধুর কথা লিখেছেন তাহরীকে জাদীদ খাতে তিনি বিশেষ চাঁদার ওয়াদা করেছেন। আল্লাহতালা তার আয় এতটা বৃদ্ধি করেছেন যে তিনি চাঁদাও দিয়েছেন আবার নতুন ঘরও ক্রয় করেছেন । যা ক্রয় করা বাহ্যত তার জন্য অসম্ভব ছিল। সুইজারল্যান্ডের মোবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব লিখেন যে আমাদের বেথেন রেড জিভি যিনি মেসোডোনিয়ান সুইস গত বছর অক্টোবরে বয়াত করেন। তাহরীকে জাদীদের অর্থবছর সমাপ্ত হতে পাঁচদিন বাকি ছিল। জামাতে প্রবেশ করতেই তিনি একহাজার সুইস ফ্রাংকের অনেক বড় অংক তাহরীকে জাদীদ খাতে দিয়ে দেন। পরবর্তী বছরের ওয়াদা লিখিয়েছেন এক হাজার ফ্রাংক। বছর চলাকালে তিনি যখন আর্থিক কুরবানির কল্যান সম্পর্কে অবহিত হন তিনি ওয়াদা দ্বিগুন বাড়িয়ে দেন। আর ওয়াকফে জাদীদ খাতেও দুই হাজার ফ্রাংক চাঁদা ওয়াদা লিখান। তিনি যে কোম্পানীতে কাজ করেন তাতে তাকে এমন একটি কোর্স করার প্রস্তাব দেয়া হয় যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এই কোম্পানির শুধুমাত্র সেইসমস্ত কর্মচারীদের দ্বারা করানো হয় যাদের অভিজ্ঞতা থাকে এবং বয়স ৩৫ উর্ধ্ব। অনেকের এই কোর্স করার বাসনা থাকে কিন্তু সেই সুযোগ তারা পায়না। তিনি বলেন যে আমার বয়স মাত্র ২৩ বছর আর আমি এই কোর্স করার সম্বন্ধে চিন্তাও করিনাই কিন্তু কোম্পানি স্বয়ং আমাকে কোর্সের প্রস্তাব দেয়। নিঃসন্দেহে এটি আর্থিক কোরবানিরই কল্যান যা আল্লাহতালা আমাকে দিয়েছেন।  এরা হলেন নবাগত। ইউরোপে এভাবে আল্লাহতালা স্বীয় অস্তিত্বের প্রমান দিচ্ছেন। অনুরুপ ভাবে মেসোডোনিয়াবাসি আরেকজন আহমদী নাম হলো বেখম সাহেব তিনি বলেন আমি যে কোম্পানিতে কাজ করি সেই কোম্পানির অত্যন্ত কৃপন পয়সা দেয়া কাউকে তার জন্য খুব দুরুহ । তিনি বলেন যে কোন বাহ্যিক কারন ছাড়াই আমার বেতন বেড়ে যায়। আমি মনেকরি এটি আর্থিক কোরবানিরই ফলাফল ।এখানে লন্ডনের আঞ্চলিক  আমীর নাসির উদ্দীন সাহেব এক বন্ধুর ঘটনা লিখেছেন তিনি বলেন এক আহমদী বন্ধু বলেছেন তিনি আল্লাহতালার কাছে অনেক দোয়া করেছেন যে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দেয়ার ক্ষেত্রে হে আল্লাহ আমাকে সাহায্য কর । আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার হৃদয়ে ধারনা সৃষ্টি হয় যে আমি ট্রেনে যাওয়ার পরিবর্তে বাসে যাব আর এতে বিনামুল্যে আমি সফর করতে পারবো আর অনেক সাশ্রয় হবে। বাসে গেলে যদিও আধাঘন্টা বেশী লেগে যায়  কিন্তু আমি তাৎক্ষনিক ভাবে এটি আরম্ভ করি আর প্রতিদিন দুই পাউন্ড করে বাঁচতে থাকে আর সারা বছরে চারশত পাউন্ড আমার সাশ্রয় হয় আর তাহরীকে জাদীদের খাতে আমি চাঁদা হিসেবে তা দিয়ে দেই । এভাবে মানুষ চিন্তা করে । একব্যক্তির ঘরে ডাকাতি হয় আর সবকিছু নিয়ে যায় লন্ডনেই এটি হয়েছে কিন্তু তার এক হাজার পাউন্ড যা তিনি তার চাঁদার জন্য রেখেছিলেন তা নিরাপদ থাকে। একইভাবে অস্ট্রেলিয়ার মিশনারি বা মুবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব লিখেন যে, সম্প্রতি খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা ছিল। সেখানে আমি খোদ্দাম এবং আতফালদেরকে আমি তাহ্রীকে জাদীদের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করি। আতফালদের সেখানে পুরস্কারস্বরূপ বাউচার দেয়া হয়েছে। আসলাম, আতিফ এবং কামরান তিন জন আতফালের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ৮৯ ডলার তারা পুরষ্কার পায়। যখন তাহ্রীক করা হয় বা অনপ্রাণিত করা হয় তারা তাদের নিজেদের খরচ থেকে এগার ডলার করে বের করে মোট একশত ডলার চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেয়। বহু ঘটনার মধ্য থেকে কয়েকটি শুধু আপনাদের শুনালাম। আর কেবল পুরনো আহমদীরাই আর্থিক কুরবানী করছে না বরং নতুনরা ও যেভাবে আমি বলেছি আফ্রিকাতেও আর ইউরোপে ও বাচ্চারাও এবং মহিলারাও আশ্চর্যজনকভাবে ত্যাগস্বীকার করছেন। যাই স্মরণ রাখা উচিৎ চাঁদায়ে আমের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। আর প্রত্যেক উপার্জনক্ষম চাঁদা দেয়া উচিৎ। এরপর সাধ্যানুসারে তাহ্রীকে জাদীদ, ওয়াকফে জাদীদ বা অন্যান্য খাতে চাঁদা দিতে হবে। এখন আমরা জানি যে তাহরিকে জাদিদের নববর্ষের সূচনা হয় নভেম্বরে। এখন গত বছরের রিপোর্ট পেশ করবো এবং নববর্ষের ঘোষনা করবো । এটি তাহরীকে জাদীদের আশিতম বৎসর ছিলো যা একত্রিশে অক্টোবর ২০১৪ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে রিপোর্ট অনুসারে এবছর ৮৪ লক্ষ ৭০ হাজার ৮০০ পাউন্ড কোরবানি করেছে জামাত আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর। এ সংগ্রহ গত বছরের তুলনায় ৬ লক্ষ ১ হাজার পাউন্ড বেশী । পাকিস্তান সেখানকার বিরাজমান পরিস্থিতী থাকা সত্ত্বেও প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এবছরও পাকিস্তান আর্থিক কুরবানিতে অনেক অগ্রগামী আল্লাহ তা'লার ফযলে। প্রাণের কুরবানীর ক্ষেত্রেও এগিয়ে আছে আল্লাহ তা'লা তাদের অবস্থা পরিবর্তন করুন, তাদের জন্য সাচ্ছ্যন্দ এবং সহজ লভ্যতা সৃষ্টি করুন। তাদেরকে আল্লাহ তা'লা শান্তি এবং নিরাপত্তা দিন। সেখানেও অবস্থা যেন এমন হয় যার ফলে তবলীগের পথ সুগম হবে বা সুগম হওয়া সম্ভব। পাকিস্তানে বাইরে যে দশটি জামা'ত আছে সেগুলোর মাঝে জার্মান প্রথম স্থানে রয়েছে। ইংল্যান্ড দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। গত বছর যুক্তরাজ্য তৃতীয় স্থানে ছিল এবছর দ্বিতীয় স্থান অধীকার করেছে। আমেরিকা তৃতীয় স্থানে কানাডা চতুর্থ ভারত পঞ্চম এবং অষ্ট্রেলিয়া ষষ্ঠ স্থান অধীকার করেছে। ইন্দোনেশিয়া সপ্তম অষ্ট্রেলিয়া গতবছরের চেয়ে

পজিশান এগিয়ে এসেছে। ইন্দোনেশিয়া পিছিয়ে গিয়েছে। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের দুইটি জামা'ত রয়েছে। এরপর সুইজারল্যান্ড ঘাণা এবং নাইজেরিয়া রয়েছে যথাক্রমে। প্রথম দশটি জামা'তে মুদ্রা সংগ্রহের দিক থেকে প্রথম দশটি জামা'তের কথা বলছেন, যাদের চাঁদা আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের মধ্যে ঘাণা প্রথম স্থানে রয়েছে। প্রায় শতকরা ৫০ভাগ স্থানীয় মুদ্রায় তারা চাঁদা বৃদ্ধি করেছে। অষ্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় স্থানে,তারা শতকরা ৪৪ ভাগ চাঁদা বাড়িয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের কিছু জামা'ত রয়েছে শতকরা ১৭ ভাগ সুইজারল্যান্ড, শতকরা ১৫ ভাগ বাড়িয়েছে পাকিস্থান। শতকরা ১৪ ভাগ যুক্তরাজ্য, শতকরা ১৩ ভাগ বা শতকরা পোনে ১৪ ভাগ চাঁদা বাড়িয়েছে ইন্দোনেশিয়া। ভারত, জার্মানি সমপরিমান চাঁদা দিয়েছে গতবছরের। কানাডা এ দশটি জামাতের মধ্যে শেষে রয়েছে চাঁদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে। মাথাপিছু চাঁদা দেয়ার ক্ষেত্রে আমেরিকা প্রথম। সুইজারল্যান্ড দ্বিতীয় এবং অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় স্থানে রয়েছে। গত কয়েক বছর বা দুই তিন বছর ধরে আমি মনোযোগ আকর্ষণ করে আসছি যে তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদ খাতে সংখ্যা বাড়ানো উচিত। এটি দেখবেন না যে, টাকা বাড়ছে কিনা, টাকা নিজেই বাড়ে, চাঁদা দাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় বা অনুগ্রহে এ বছর মোট সংখ্যা ১২ লক্ষ্য ১১ হাজার ৭ শততে উপনিত হয়েছে চাঁদাদাতার সংখ্যা । গত চার বছরে প্রায় ছয় লক্ষ্য চাঁদাদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে আল্লাহ তা'লার ফয়লে।৫ হাজার ৯ শত ২৭ ব্যক্তি রয়েছেন রেকর্ড অনুসারে। ১০৫ জন আল্লাহর ফযলে জীবিত। বাকি প্রয়াতদের মাঝে ৫ হাজার ৮ শত ২২ জনের খাতা তাদের উত্তরাধীকারী বা জামাতের অন্যান্য মুখলেস বন্ধুরা জীবিত রেখেছেন।

ভারতের দশটি প্রদেশ হলো, কেরেলা তারপর তামিলনাড়ু, কর্নাটক, অন্দ্রপ্রদেশ, জম্মু কাশ্মীর, উড়িশ্যা, পশ্চিম বঙ্গ, পাঞ্জাব, দিল্লী, লাশ্কদুখ। প্রথম দশটি জামাত হলো, প্রথম হলো কেরেলা তারপর কালিকাঠ, হায়দ্রাবাদ, কাদিয়ান, কানানুর টাউন, র‍্যাঙ্গাডিশ্লোর, কলিকাতা, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালুরু। আল্লাহ্ তা'লা সবার আর্থিক কুরবানী গ্রহণ করুন এবং তাদের ধন এবঙ জনসম্পদে অশেষ বরকত দিন এবং জামাতী ব্যবস্থাপনাকে তৌফিক দিন যেন এই সম্পদ তারা সঠিকভাবে খরচ করা শেখে ,সঠিক খাতে খরচ করা শেখে।

নামাযের পরে এক ভবইয়ের গায়েবানা জানাযা পড়াব । তিনি আমাদের ঘানানিবাসি স্থানিয় মোয়াল্লেম ও মোবাল্লেগ জনাব আলহাজ ইউসুফ আলি সে সাহেব । তিনি ২রা নভেম্বর রাতের ওপীন বারটায় কোমাসিতে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন)। এভাবে তিনি আহমদয়িাত গ্রহন করেন । তখন তার বয়স ছিলো ১৬ বছর ।২০ বৎসর বয়সে ঘানার জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীনে পড়ালেখা শেষ করেন। হুজুর আনোয়ার তাঁর প্রশংসনীয় গুণাবলী ও খিদমতের উল্লেখ করেন এবং দোয়া করেন। আল্লাহ তালার মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তাঁর সন্তানদের নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতায় উত্তরোত্তর উন্নতি দিন।

**Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar,Bangla (07-11-2014)**

**BOOK POST (PRINTED MATTER)**

**To**

.....

.....

**From** :Ahmadiyya Muslim Mission,Uttar hazipur, Diamond Harbour,743331,24 parganas(s),W.B